দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN. 1 0 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

২৬

প্রসঙ্গঃ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন

গত ৩০/০৫/৯৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত 'প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রচলিত প্রদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন' শীর্ষক পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পত্র লেখক উল্লেখ করিয়াছেন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিমত্তা, মেধা ও মানসিক গঠনের অমিল রহিয়াছে। আমার প্রশ্ন হইল, অধিকাংশ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন যেখানে মাত্র দেড় দুই হাজার টাকা সেখানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পান ৪-৫ হাজার টাকা। তাহার পরেও কেন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান হইবে না? তাহা হইলে কি ধরিয়া নিতে হইবে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা বেতন নেন আর বসিয়া বসিয়া ঘুমান? পত্রলেখক আরও উল্লেখ করিয়াছেন, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম নাই, একথা আদৌ সত্য নয়। কারণ পত্রলেখক যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেই বিদ্যালয়েই ২য় শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ১৯৯৫ সালে আমার মেয়েকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল এবং ২৫ নম্বারের পরীক্ষা দিয়া সাড়ে তেইশ নম্বার পাওয়া সত্ত্বেও তাহাকে ভর্তির যোগ্য হিসাবে গণ্য করা হয় নাই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৯৭ হইতে '৯৮ পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকার কারণে আমার মেয়ের বেসরকারী স্কুলে পড়াশোনা বন্ধ হইয়া যাওয়াতে গ্রামের সরকারী প্রাথমিক স্কুলে তাহাকে ভর্তি করি। সেখানে পড়িয়াই সে '৯৮ সনের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়।

যাহা হউক, পরিশেষে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আবেদন থাকিবে, সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের মধ্যে পৃথকীকরণ না করিয়া বৃত্তি প্রতিযোগিতাকে আরও জোরদার করা হউক। সেই সাথে পরামর্শ থাকিবে, যে সমস্ত সরকারী স্কুলের ফলাফল খারাপ হইবে সে সকল স্কুলে সরকারী খরচ কমাইয়া বেসরকারী ভাল ফলাফলকারী প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সরকারী অনুদান বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

মোঃ আবদুর রহিম,
৭০/১৫/এ, উত্তর মুগদাপাড়া,
ঢাকা।